289116 - সাহসকিতার পরচিয় ও সাহসকিতার গুণে গুণান্বতি হওয়ার উপায়সমূহ

প্রশ্ন

ইসলামে সাহসকিতা কী? ব্যক্তি কীভাবে সাহসী হয়ে উঠব?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সাহসকিতা হলো বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা এবং ভয়ভীতরি সময়ে হৃদয় স্থরি থাকা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

الشَّجَاعَة (সাহসকিতা) শব্দরে আভধিানকি অর্থ: বপিদে অন্তর শক্ত থাকা। شَجُعَ، شَجَاعَة অর্থ: বপিদরে মুহূর্তে শক্ত ছলি।

সাহসী পুরুষকে বলা হয়: شُجَاع, সাহসী নারীকে বলা হয়: شُجَاعَة, বহু সাহসী নারীকে বলা হয়: نِسْوَة شُجَاعَات, সাহসী জনসমষ্টকিে বলা হয়: قَوْمٌ شُجَاعاء، وشُجْعان، وشَجَعة [তাহযীবুল লুগাহ (১/২১৪), লসিানুল ‘আরাব (৮/১৭৩)]

ইবনু ফারসি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘ج ,ش ও ع দয়িে কবেল একটি ধাতু। এটি দুঃসাহস ও অগ্রগামতিার অর্থ নর্দিশে করে।’[মাকাইসুল লুগাহ (৩/২৪৭) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

পারভিাষকি অর্থে:

الشجاعة (সাহসকিতা) হল: ثبات الْقلب عِنْد النَّوَازِل، واستقراره عِنْد المخاوف (বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা এবং ভয়ভীতরি সময়ে হৃদয় স্থরি থাকা।)

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “বহু মানুষ সাহসকিতার সাথে শক্তকিে তালগোল পাকয়িে ফলেনে। অথচ দুটি ভন্নি

বষিয়। সাহসকিতা হল বপিদাপদে অন্তর দৃঢ় থাকা; যদওি ব্যক্তি (শারীরকিভাবে) দুর্বল হয়।

আবু বকর সদ্দিীক রাদয়িাল্লাহু আনহু ছলিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে পরে এই উম্মতরে সবচয়েে সাহসী ব্যক্তি। কন্তিু উমর (রাঃ) সহ অন্যরা তাঁর চয়েে শক্তশিালী ছলিনে। কন্তিু তনিি এমন সব ক্ষত্রেে অন্তররে দৃঢ়তার জন্য সাহাবীদরে উপর শ্রষ্ঠেত্ব অর্জন করছেলিনে যগেুলোতে পাহাড় পর্যন্ত টলে যায়। এ সকল ক্ষত্রেে তনিি ছলিনে দৃঢ় মন ও স্থরি চত্তিরে অধকিারী। সাহসী ও বীর সাহাবীরা তাঁর কাছে আশ্রয় নতি। তনিি তাদরেকে দৃঢ় রাখতনে এবং সাহস যোগাতনে।"[আল-ফুরুসয়িাহ (পৃ. ৫০০) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরো বলনে: "সাহসকিতা অন্তররে বষিয়। আর সটো হল ভয়ভীতরি সময়ে অন্তররে দৃঢ়তা ও স্থরিতা।

ধর্য ও সুধারণা থকেে এই চরত্রিরে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি যখন বজিয়ী হওয়ার ধারণা রাখে এবং ধর্য তার সহযোগী হয়; তখন সে দৃঢ় থাকে।

অনুরূপভাবে কাপুরুষতার জন্ম কুধারণা ও অধর্য থকেে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি বজিয়রে কথা ভাবে না এবং ধর্যও তার সহযোগী হয় না।

কাপুরুষতার উৎপত্তি কুধারণা ও মনে খারাপ কুমন্ত্রণা থকেে। ..."[আর-রূহ (পৃ. ২৩৬) থকেে সমাপ্ত]

ইবনে হাযম রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "সাহসকিতার সংজ্ঞা হল: মৃত্যু পর্যন্ত জান ব্যয় করা— ধর্ম রক্ষায়, নারীর প্রতরিক্ষায়, নর্যিাততি প্রতবিশেী ও মজলুম আশ্রয়প্রার্থীর প্রতরিক্ষায়, সম্পদ বা ইজ্জতরে উপর জুলুমরে শকিার ব্যক্তরি প্রতরিক্ষায় এবং সত্যরে পথে অবচিল সকল মজলুমরে প্রতরিক্ষায়; চাই বরিোধীরা কম হোক বা বশেি হোক।

উল্লখেতি ক্ষত্রেে কসুর করাই হলো: কাপুরুষতা ও ভীরুতা।

দুনয়িাবী স্বার্থে এটি ব্যয় করা: অববিচেনাপ্রসূত কাজ ও নর্বিুদ্ধতিা।

এর চয়েে নর্বিোধ হল: যে ব্যক্তি অনবিার্য অধকিারগুলো থকেে মানুষকে বাধা দয়োর জন্য নজিরে জান ব্যয় করে কংিবা যে ব্যক্তি মানুষকে বাধা দয়ে তার জন্য নজিরে জান ব্যয় করে।"[আল-আখলাক্ব ওয়াস-সয়িার: (পৃ. ৩২) থকেে সমাপ্ত]

তনি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলিনে সবচয়েে সাহসী মানুষ। বুখারী (২৯০৮) ও মুসলমি (২৩০৭) বর্ণনা করনে, আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলিনে সবচয়েে সুশ্রী ও সাহসী। এক রাতে মদীনাবাসী (শব্দ শুনে) আতঙ্কতি হল এবং শব্দরে উৎসরে দকিে বরে হল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে তাদরে

দখো হল এমতাবস্থায় যে, তনিি পরস্থিতিি নশ্চিতি হয়ে ফরিছলিনে। এ সময় তনিি আবু তালহার জনিবহীন ঘোড়ার পঠিে সওয়ার ছলিনে এবং তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো ছলি। তনিি তাদরে বলছলিনে: “তোমেরা ভীত হয়ো না, তোমেরা ভীত হয়ো না।”

চার:

সাহসকিতার গুণে গুণান্বতি হওয়ার অনকে উপায় রয়ছে। এর মধ্যে আমরা কছিু উল্লখে করছ:ি

- ঈমানরে মজবুতি ও ঈমানরে উপর অবচিলতা।
- ইসলামরে বীর ও সাহসীদরে জীবনী পড়া।
- হক্ব কথা বলা ও সত্য প্রকাশে নর্িভীকতা।
- মন্দ কাজরে বরিোধতিা ও নষিধে করায় নর্িভীকতা।
- নজিকেে নয়িন্ত্রণে রাখা। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: **لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ** . (কুস্তগিীর প্রকৃত বীর নয়। বরং সইে আসল বীর যে রাগরে সময় নজিকেে নয়িন্ত্রণে রাখতে পারে।)[বুখারী (৬১১৪), মুসলমি (২৬০৯)]

ইবনুল আসীর তাঁর ‘নহিায়া’ বইয়ে (৩/২৩) বলনে: “الصُّرَعَة শব্দরে অর্থ: المُبَالِغُ في الصِّرَاع الذي لَا يُغْلَبُ (কুস্ততিে প্রবল পারদর্শী ব্যক্তি যাকে হারানো যায় না)। এটাকে নবীজী এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেে নয়িে এসছেনে যে রাগরে মুহূর্তে নজিে পরাজতি ও অবদমতি করতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি নজিকেে নয়িন্ত্রণ করতে পারল সে তার সর্বাধকি শক্তশিালী ও সর্বনকিৃষ্ট শত্রুকে দমন করতে পারল।”[সমাপ্ত]

- শরয়ী নর্িদশেসমূহরে সম্মান করা।
- আল্লাহর পবত্রি বষিয়গুলোকে মর্যাদা দওেয়া।
- অগ্রসর হওয়ার স্থানগুলোতে অগ্রসর হওয়া।
- মজলুমকে সাহায্য করা এবং তাকে জুলুম থকেে মুক্ত করা।

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।